দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার

শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে যারাই একটু ভাবেন, তাদের সকলেই গভীর উদ্বেগে আক্রান্ত। এ উদ্বেগ নতুন কিছু না। এক সময় মনে করা হত, শিক্ষার্থীদের ফেল করিয়ে দেয়ার জন্যেই যেন আমাদের পরীক্ষার আয়োজন। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত মোড় নিয়েছে। আজকের সমালোচনা, শিক্ষার তোয়াক্কা না রেখে শিক্ষার্থীর হাতে একটা সনদ ধরিয়ে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় নিয়ে এ অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীও এখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে যাওয়ার উৎসাহ বোধ করে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক।

শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়ে বলেন যে পরীক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা। এই উক্তিতে নিহিত আছে একটি সার্থক পরীক্ষাপদ্ধতির দিকনির্দেশনা। শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য করে আটকে রাখা কিংবা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিকে বসায় উৎসাহিত করার মত ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের লাভ করার কিছুই নেই। শিক্ষার্থী কতটা শিখতে পেরেছে তা জানার মাধ্যমে সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারিত হলেই কেবল পরীক্ষা অর্থবহ হতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যও তাই। এর মাধ্যমে শিক্ষার মানের নিশ্চয়তা পেয়ে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা বা শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভাবনা প্রশ্নে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এ যুগে শিক্ষার প্রয়োগ যোগ্যতাকে উপেক্ষা করার কোনই উপায় নেই। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হলেও পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা মেটানো কিংবা প্রয়োজনে অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগের উপায় থাকে না।

শিক্ষার লক্ষ্য একটাই—মেধা আর ব্যক্তিত্ব বা দক্ষতার বিকাশ। মেধা যাচাই দ্বারাই কেবল শিক্ষার মান নির্ধারণ সম্ভব। সনদ শিক্ষার সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। পরীক্ষাপদ্ধতিতে গলদ থাকলে তা শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেমনটা ঘটছে প্রচলিত ব্যবস্থায় মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। পরীক্ষাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের পাশাপাশি পঠন-পাঠনের মান বাড়ানোর কথাও ভাবতে হবে। পঠন-পাঠনে ফাঁক রেখে আমরা তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চমানের বিদ্যা বা দক্ষতা আশা করতে পারি না। অন্যদিকে, পরীক্ষাপদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকলে পঠন-পাঠনে শৈথিল্য আসতে বাধ্য।